সমৃদ্ধি বার্তা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন(পিকেএসএফ) এর সহায়তায় ও কোস্ট ফাউন্ডেশন পরিচালিত কুতুবদিয়া উপজেলার উত্তর ধূরুং ইউনিয়নে **সমৃদ্ধি** (ENRICH) কর্মসূচির মাসিক প্রকাশনা।

৮ম বর্ষ, ৭৮ তম সংখ্যা জানুয়ারী'২০২৩

সমৃদ্ধির সাথে যুক্ত হয়ে অনেক গুলো সম্পদ তৈরী করে আনোয়ারা বেগম

সাগরদ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়া উত্তর ধুরং ইউনিয়নে পল্লী র্কম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় কোস্ট ফাউন্ডেশন এর বাস্তবায়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে উত্তর ধুরং ইউনিয়নের ৫০ টি বাড়ি সমৃদ্ধি করা হয়। উক্ত ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের চাটিপাড়া গ্রামে এ রকম ১টি বাড়ির মালিকের নাম আনোয়ারা বেগম। তার স্বামী মোহাম্মদ হোসাইন, তাদের ৩ ছেলে ২ মেয়ে নিয়ে মোট পরিবারের সদস্য ৭ জন- কিন্তু তাদের বাড়ীর একমাত্র আয়ের উৎস ছিলো স্বামী মোহাম্মদ হোসাইন, কারণ তাদের ছেলে মেয়ে সবাই পড়ালেখা যুক্ত ছিলো। স্বামী মোহাম্মদ হোসাইন এর আয়ের উৎস মোটামুটি ভালো ছিলো, তিনি সাগরে মাছ মারার নৌকায় শিয়ার দিয়ে টাকা আয় করতো এবং লবণের মাঠের সময় লবণের মাঠ করে টাকা আয় করেন ভালো। তারপরও একজনের আয়ের উপর সবার পড়া লেখার খরচ, চিকিৎসার খরচ, খাওয়া দাওয়াসহ সকল প্রকার খরচ বহন করতে হিমশিম খেয়ে যেতো। একদিন তাদের পাশের বাড়ীতে কাজ করতে গিয়ে- তাদের পরিবারের সমস্যা জানালে, তার বাড়িটি ২০১৭ সালে কোস্ট ফাউন্ডেশন কতৃর্ক সমৃদ্ধি বাড়ির তালিকাভুক্ত করা হয়। সে সময়ে তার বাড়িতে কিছু হাঁস মুরগী লালন পালন করতো। গরু, ছাগল, কবুতর, শাকসবজি, ফলজ গাছ, পুকুরে মাছ চাষ, ঔষধী গাছ তেমন কিছুই ছিল না। সমৃদ্ধি বাড়ি তালিকাভুক্ত করার পর উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তার পরামর্শে সমৃদ্ধি থেকে ফলজ গাছের চারা রোপন করে সঠিক পর্যাবেক্ষণ করতে থাকেন। বর্তমানে তার বাড়িতে ২গরু, কবুতর, পুকুরে মাছ, বাড়িতে ফলজ চারায় ভরপুর। মৌসুম ভিত্তিক ফলজ গাছ থেকে অনেক ফলমূল পাচ্ছেন। তিনি প্রতি মাসে মৌসুমী ফল ও দুধ বিক্রি করে ৫ থেকে ৬ হাজার টাকা বাড়তি আয় করেন আনোয়ারা বেগম। তাছাড়া তিনি আমাদের মাধ্যমে কোস্ট ফাউন্ডেশন ধূরুং শাখা হতে ইনকাম জেনারেশন একটিভিটি খ্যাত থেকে ৮০ হাজার টাকা ঋন গ্রহন করেন, উক্ত টাকা দিয়ে নতুন বাড়ী তৈরীর কাজে ব্যবহার করেন। মোহাম্মদ হোসাইন জানান, মৌসুম ভিত্তিক ফল, গরু দুধ, কবুতর, হাস মুরগী, পুকুরে মাছ চাষ থেকে বাড়তি আয়ে তার পরিবারের অনেক খরচ স্ত্রী আনোয়ারা বেগম নিজে বহন করতে পারছে। তাদের পরিবার জানান অতিরিক্ত আয় তাদের পরিবারের সদস্যদের লেখা পড়ার খরচ বহন করতে সহায়ক হিসাবে ভূমিকা রাখছে। তাছাড়া তার পরিবারের ভিটামিন ও সুষম খাদ্যের ভাল যোগান ও হচ্ছে। সব মিলিয়ে খুব ভালই দিন যাচ্ছে মোহাম্মদ হোসাইনের পরিবারের। সর্বশেষ তাদের পরিবার ও মোহাম্মদ হোসাইন নিজে কোস্ট ফাউন্ডেশনের উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মর্কতা- জনাব, ফরিদ উদ্দিনকে সহ কোস্ট পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ছবি সংগ্রহে: মো: রাশেদুল ইসলাম-২৯/১২/২০২২ ইং তারিখ

স্বাস্থ্যক্যাম্পের মাধ্যমে (এমবিবিএস) ডাক্তার হতে চিকিৎসা সেবা নিয়ে সুস্থ নয়ন মনি (১১)

সাগরদ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়া উত্তর ধুরং ইউনিয়নে পল্লী র্কম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় কোস্ট ফাউন্ডেশন এর বাস্তবায়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়িত ১নং উত্তর ধূরুং ইউনিয়নের ছতর উদ্দিন পাড়া ৫নং ওয়ার্ডে বসবাস করেন মরিয়ম তবাসুম নয়ন মনি (১১) বছর বয়স। তাহার পিতার জাহাঙ্গীর আলম দ্বিতীয় বিবাহ করে অন্য জায়গায় চলে যায়- তাহার মাতা রেশমি আক্তার পিতার বাড়ীতে অবস্থান করে জীবনযাপন করছেন। ছোট্ট একটা জায়গায় ঘর আছেন মা রেশমি আক্তার ও মেয়ে নয়ন মনি মোট ২ সদস্য। তাদের পরিবারে একমাত্র আয়ের উৎস মা রেশমি আক্তার, সে একটা বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থায় স্বাস্থ্য পরির্দশিকা হিসাবে কাজ করেন। তাহার ১ মাত্র মেয়ে বর্তমানে ৫ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত রয়েছেন। একমাত্র মা রেশমি আক্তার- তিনিই আয়ের উৎস। একমাত্র তাহার আয়ের উপর সংসারের যাবতীয় খরছ চালিয়ে শিক্ষা, চিকিৎসার খরচ বহন করতে হিমশিম খেয়ে যায়। যার কারনে অনেক সময় দেখা যায় পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে এলাকার দোকান থেকে ঔষুধ সেবন করে জীবন পরিচালনা করতে হয়। দেখা যায় স্থানীয় দোকান থেকে ঔষুধ সেবনে কোন সুফল না পেয়ে ছতর উদ্দিন গ্রামের আমাদের স্বাস্থ্য পরির্দশক খানা পরির্দশনে গেলে দেখা যায় মরিয়ম তবাসুম নয়ন মনি শারিরীক অসুস্থ বিষয় জানান ১৩ দিন যাবৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন কানের সমস্যা নিয়ে। তাহার থেকে জানতে চাইলে তিনি জানান ভালো কোন ডাক্তার দেখায়নি, তাহার মা নিজে স্থানীয় ঔষুধের দোকানে থেকে কিছু ঔষুধ নিয়ে সেবন করে বলে জানান, এতে কানের সমস্যার কোন উন্নতি না হলে, অভাবের সংসারে নিত্যদিনের খরচ মিঠিয়ে ভালো কোন ডাক্তার দেখাতে না পেরে অসুস্থ অবস্থায় খুব বেশী চিন্তিত হয়ে পড়েন। এই সময় কোস্ট ফাউন্ডেশন সমৃদ্ধি কর্মসূচির

৫নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য পরিদর্শকা- তাহাকে আমাদের কোস্ট ফাউন্ডেশন পরিচালিত স্বাস্থ্যক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। পরামর্শ অনুযায়ী রেশমি আক্তার গত ১৫ই ডিসেম্বর ২০২২ ইং তারিখ যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাক্তার মোহাম্মদ জুনাইদ আনসারি-(এমবিবিএস) তাহাকে দেখে কিছু ঔষুধ ও পরার্মশ মূলক চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। গত ২৬/১২/২০২২ ইং তারিখ তাদের এলাকায় খানা পরিদর্শন করতে গিয়ে, অসুস্থ মরিয়ম তবাসুম নয়নমনির শারীরিক অবস্থার খবর নেওয়া হয়। খবর নিয়ে দেখা যায় তাহারা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ি নিয়মিত ঔষুধ সেবনে সুস্থ হয়ে ওঠেন। চিকিৎসা সেবা নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে কোস্ট ফাউন্ডেশন এর প্রতি এবং স্বাস্থ্য পরিদর্শকার এর প্রতি কৃতজ্ঞা প্রকাশ করেন

ছবি সংগ্রহে: মো: শাহিনুর রহমান-১৫/১২/২০২২ ইং

স্যাটেলাইট হতে চিকিৎসা সেবা নিয়ে সুস্থ শামশুন্নাহার (৭৮)

সাগরদ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়া উত্তর ধুরং ইউনিয়নে পল্লী র্কম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় কোস্ট ফাউন্ডেশন এর বাস্তবায়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়িত ১নং উত্তর ধূরুং ইউনিয়নের চাদের ঘোনা ৪নং ওয়ার্ডে বসবাস করেন শামশুন্নাহার (৭৮) বছর বয়স। তাহার স্বামী মো: আবদুল কাদের সে একজন প্রবীণ ব্যাক্তি। তাদের সংসারে সহ ২ ছেলে ৪ মেয়ে এবং ছেলের বউ নাতীসহ মিলে ৯ জন সদস্য নিয়ে তাহার পরিবার। তাহার ছোট মেয়ে তিনি নবম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত রয়েছেন, বাকী ৩টি মেয়ের বিয়ে

ছবি সংগ্রহে: মো: শাহিনুর রহমান- ০৮/১২/২০২২ ইং তারিখ

দিয়ে দেন। বড় ছেলে বিবাহ করে, তাহার ৩বছওে একটি মেয়ে সন্তান রয়েছে, বড় ছেলে এবং মেজ ছেলের লবণের মাঠ করে, তাহারা দুই ভাই আয়ের উৎস। একমাত্র তাহাদের আয়ের উপর সংসারের যাবতীয় খরছ চালিয়ে শিক্ষা, চিকিৎসার খরচ বহন করতে হিমশিম খেয়ে যায়। যার কারনে অনেক সময় দেখা যায় পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে এলাকার দোকান থেকে ঔষুধ সেবন করে জীবন পরিচালনা করতে হয়। দেখা যায় স্থানীয় দোকান থেকে ঔষুধ সেবনে কোন সুফল না পেয়ে জহির আলী সিকদার পাড়া গ্রামের আমাদের স্বাস্থ্য পরিদর্শক জোসনা আরা খানা পরিদর্শনে গেলে শামশুন্নাহার শারীরিক অসুস্থ খবর জানতে পারেন, তাহার শারীরিক অসুস্ততার বিষয় জানতে চাইলে প্রায় ১সপ্তাহ যাবৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন বলে জানান। তাহার ছেলের বউ থেকে জানতে চাইলে তিনি জানান ভালো কোন ডাক্তার দেখায়নি, তিনি স্বামীকে দিয়ে স্থানীয় ঔষুধের দোকানে থেকে কিছু ঔষুধ নিয়ে সেবন করে বলে জানান, এতে শারীরিক কোন উন্নতি না হলে, অভাবের সংসারে নিত্যদিনের খরচ মিঠিয়ে ভালো কোন ডাক্তার দেখাতে না পেরে অসুস্থ অবস্থায় খুব বেশী কষ্ট পাচ্ছেন শামশুন্নাহার। এই সময় কোস্ট ফাউন্ডেশন সমৃদ্ধি কর্মসূচির ৪নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য পরিদর্শক- জোসনা আরা- তাহাকে আমাদের কোস্ট ফাউন্ডেশন (এমবিবিএস) চিকিৎসকের দ্বারা পরিচালিত ফ্রি স্যাটেলাইট ক্লিনিকে যাওয়ার পরার্মশ দেন। পরার্মশ অনুযায়ী গত ৮ই ডিসেম্বর ২০২২ ইং তারিখ নিয়ে যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা: নাঈমা তাবাসুম (রনি) তাহাকে দেখে কিছু ঔষুধ ও পরার্মশ মূলক চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। গত ২৮/১২/২০২২ ইং তারিখ তাদের এলাকায় খানা পরিদর্শন করতে গিয়ে, অসুস্থ শামশুন্নাহার এর শারীরিক অবস্থার খবর নেওয়া হয়। খবর নিয়ে দেখা যায় তাহারা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ি নিয়মিত ঔষুধ সেবনে সুস্থ হয়ে ওঠেন। চিকিৎসা সেবা নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে কোস্ট ফাউন্ডেশন এর প্রতি এবং স্বাস্থ্য পরিদর্শক জোসনা আরার এর প্রতি কৃতজ্ঞা প্রকাশ করেন।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন সমৃদ্ধি টিমের পক্ষে । মো: দিদারুল ইসলাম, সমৃদ্ধি-কর্মসূচি সমন্বয়কারী মোবাইল-০১৭১৩-৩৬৭৪৪২ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কার্যালয়- ১নং উত্তর ধূরুং ইউনিয়ন পরিষদ, ৩য় তলা, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার। didarmd@coastbd.net, web- www.coastbd.net **COAST Has Special Consultative Status With UN ECOSOC**